

# মানুষের কুকুর নিয়ে ভাবনা এবং একজন মুসলিম প্রফেসরের আবিষ্কারের সত্য কাহিনী

-জাহেদ আহমদ  
anondomela@yahoo.com

‘কুকুরদের মানুষ নিয়ে ভাবনা’ লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর শ্রদ্ধাভাজন সু-লেখক মোহাম্মদ আসগার সাহেবের নিকট থেকে একটি ই-মেইল পেলাম। লেখাটি ভাল হয়েছে- মনতব্বের সাথে সাথে আসগার সাহেব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিলেনঃ ইসলাম কুকুর নামক এমন একটি প্রভু-ভক্ত, অসধারণ মানবিক গুনাবলি সম্পন্ন প্রাণীকে কেন নাপাক বা নাজায়েজ ঘোষণা করল; এ বিষয়টি তুলে ধরলে লেখাটি আরেকটু আকর্ষণীয় হত। আমি এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করাটা সংগত মনে করিনি বিধায় এ লেখাটির অবতারণা।

আমাদের শিখানো হয়ে থাকে- কুকুর কেবল ‘নাপাক’/‘নাজায়েজ’ প্রাণীই নয়; কুকুর যে বাড়িতে অবস্থান করে, সে বাড়িতে ‘ফেরেস্টা’ পর্যন্ত আসেন না। মনে পড়ছে, হাই স্কুলে পড়া অবস্থায় একবার একজন অতি প্রিয় স্যার জোক করে বলে ছিলেন, ‘ভালোই তো! কুকুর পোষলে বাড়ির মানুষ আর মারা যাবে না; যেহেতু আজ্জাইল ফেরেস্টা বাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন না’। এ ব্যাপারে স্থানীয় এক ছাত্রকে তখন জিজ্ঞাসা করায় একটি চালাকি-পূর্ণ জবাব পেয়েছিলাম সেবারঃ ‘ফেরেস্টা মানে রহমতের ফেরেস্টার কথা হাদীসে বলা হয়েছে’। আসলে কি তাই?

মনে পড়ছে ২০০২ সালে [US NEWS & World Report \(April 15, 2002 issue; pp. 36-38\)](#)- এ পড়া এ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলস (UCLA) এর আইনের আরব বংশজ প্রফেসর খালিদ আবু আল ফাদল এর ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি: বেশ শিক্ষণীয়; অবশ্য কেবল যদি আমরা ইচ্ছুক হই। উক্ত মুসলিম প্রফেসরের নিজের ভাষায় পুরো ব্যাপারটি নিচে তুলে ধরছি। বলাবাহুল্য, অনুবাদ আমার নিজের। উৎসাহী পাঠক মূল লেখাটি পড়ে দেখতে পারেন।

কুয়েতে জন্মগ্রহণকারী খালিদ প্রথমাবস্থায় ছিলেন একজন অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও গোঁড়া হাদীস-বাজ (*hadith-hurlers*) মোল্লা। বাড়ীর চারপাশে তিনি অনৈসলামিক চিহ্ন অহরহ দেখতে পেতেন। প্রফেসর খালিদের নিজের কথায়ঃ

আমি খুব ভালভাবে ঐ সব হাদীসবাজ গোঁড়া মোল্লাদের দলকে চিনি, যেহেতু আমি তাদেরই একজন ছিলাম। ওরাই আজ বলতে গেলে তামাম মুসলিম বিশ্ব, এমন কি খোদ আমেরিকার মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার গুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। এসব কুপমডুকের সাথে তর্ক করা খুব কঠিন, কেননা এরা জ্ঞান এবং যুক্তিকে

পাপ, অযৌক্তিক এবং বিশ্বাস-বিরোধী বলে মনে করে।

১৯৭৯ এর দিকে কুয়েতে বড় হওয়া মিশরের এক সম্ভ্রান্ত পিতার ছেলে খালিদ নিজে ও ওদের একজন হয়ে ওঠেছিলেন প্রায়। আমেরিকাতে উচ্চ শিক্ষার্থে এসে খালিদের বোধোদয় ঘটে (খালিদ নিশ্চয় এক্ষেত্রে ভাগ্যবান!)। সে ও আরেক মজার তবে সত্য উপাখ্যান। সে সবার সেরস বর্ণনা পাওয়া যাবে প্রফেসর খালিদের ব্যক্তিগত রচনাবলিতে\*।

খালিদ কুকুর ভালবাসতেন খুব; অথচ প্রচলিত ইসলামী ব্যাখ্যা অনুযায়ী- মহানবী মুহম্মদ কুকুরকে 'নাপাক প্রাণী' বলে মন্তব্য করেছেন। এজন্য অনেক গোঁড়া মুসলমান কুকুরকে ঘৃণা করেন। খালিদের মনে সন্দেহের উদ্বেক হল। কুকুরের মত এমন একটি মহৎ প্রাণী, যাকে আল্লাহ নিজে বানিয়েছেন; তাকে কেন তিনি তাঁর নবী কর্তৃক 'নাপাক' ঘোষণা করবেন? প্রফেসর খালিদ আবু আল ফাদল শুরু করলেন হাদীস নিয়ে নিরন্তর গবেষণা। সত্য বেরিয়ে ও এলো! প্রফেসরের গবেষণায় দেখা গেল-

একঃ যে হাদীস দ্বারা কুকুরকে 'নাপাক' ঘোষণা করা হয়েছে, সেটি কেবল অত্যন্ত দুর্বল একটি হাদীসই নয়, বরং এতে প্রাক-ইসলামীক সমাজের বৈশিষ্ট্যই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

দুইঃ আরেকটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান পেলেন খালিদ, যেটি দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণ হয়- মহানবী মুহম্মদ নামাজ আদায় করার সময় তাঁর পাশে তাঁর একটি পোষা কুকুর খেলছিলো।

প্রফেসর খালিদের একটি মনতব্য এখানে সবিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ *হাজার হাজার হাদীসের মধ্যে কোনটি সত্য ও গ্রহণযোগ্য, সেটি নির্ণয়ের জন্য যা প্রয়োজন - তা হচ্ছে জ্ঞান এবং যুক্তিবোধ।* মোল্লাদের এ যুগে ক'জনের তা আছে?

জানিয়ে রাখি- প্রফেসর খালিদের বর্তমানে তিনটি পোষা প্রাণী রয়েছে এবং তিনি একজন ধার্মিক মুসলমান। তবে আজ ও বিশ্বব্যাপী রক্ষণশীল ও গোঁড়া মোল্লাদের কাছে প্রফেসর খালিদ চক্ষুশূলই রয়ে গেছেন। যেমনটি আমাদের শ্রদ্ধেয় ফতেমোল্লা/আসগার সাহেবরা।

আইনস্টাইনের একটি উক্তি দিয়ে লেখার ইতি টানছিঃ

"Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. The mediocre mind is incapable of understanding the man who refuses to bow blindly to conventional prejudices and chooses instead to express his opinions courageously and honestly."

আফসোসের কথা- এ যুগে শিক্ষিত মুসলমানেরা নিজেদের পূর্ব-পুরুষ সৃষ্ট জঞ্জাল বা আবর্জনা সরানোর চিন্তায় মাথা না খাটিয়ে ইহুদী/নাসারা/মুরতাদদের মাঝে মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র (?) খোঁজতেই বেশি সময় ব্যয় করে। দ্বিতীয় কাজটিতে তো আর গবেষণার প্রয়োজন হয় না; তোতা পাখির মত ছোট বেলায় শেখা বুলি আউড়ালেই পার পাওয়া যায়!

(মমাদ্দ)

নিউ ইয়র্ক

১৫ জুলাই ২০০৮

\*Conference of the Books: The Search for Beauty in Islam by Prof. Khaled Abou El Fadl

ফুটনোটঃ সদালাপের সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ কুকুর বিষয়ক প্রথম লেখাটিতে আমার একটি ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য। আসল ঘটনাটি এ রকম : মানসিক রোগী লোকটি নিউ জার্সীর নিউ ব্রানসউইক থেকে টরেন্টো গিয়েছিলো গান ভর্তি গাড়ি নিয়ে সকল খারাপ মানুষকে খুন করার জন্য। সেখানে কুকুরটির সাথে লোকটির দেখা হয় এবং ঘটনাটি ঘটে।

-লেখক

কপিরাইটস ২০০৮ মুক্তমনা ([www.mukto-mona.com](http://www.mukto-mona.com))

বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার [www.bornosoft.com](http://www.bornosoft.com) এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।